ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 27 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৮৩ ● কলকাতা ● ২২ আষাঢ়, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০৭ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বহুত্ববাদই হিন্দুত্ববাদ, বলছেন শমীক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যে। আর তার আগেই গুরুদায়িত্ব পেয়েছেন। আর রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি হয়েই প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ২০২১ সালের নির্বাচনে কিছু ভুল হয়েছিল, যে কারণে বিজেপি-কে বিরোধী দল হিসেবে রেখে দেন মানুষ। বিজেপি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না বলেও বার্তা

এরপর ৬ পাতায়

'২১ তারিখ নতুন চমক দেখবে বাংলা.', খড়্গপুর থেকে কী ইঙ্গিত দিলীপের?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খড়্গপুর : বড় কোনও সভা হোক বা কোনও অনুষ্ঠানে আর ডাক পান না তাই বলে দুঃখ নেই। সাধারণকর্মী হিসেবে কাজ করবেন বলে আগেই জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মাঝে মধ্যে খবরের মধ্যে এলেও সেইভাবে আগের মতো তাঁকে রাজনীতির ময়দানে দেখা যায়না। রবিবারের সকালে খড়্গপুর নিজের বাগানেই ড্রাগন গাছের পরিচর্যা করতে দেখা গিয়েছে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে।

অনেকেই বলেছেন, 'দিলীপ ঘোষ কোনওদিনই তৃণমূলের দিকে পা দেবেন না।' তবে ২১ জুলাই কী চমকের কথা বলছেন দিলীপ ঘোষ? এই বিষয়টি নিয়ে এখনই কিছুই বলতে নারাজ দিলীপ ঘোষ। তবে এখন তিনি খড়্গপুরেই রয়েছেন বলে ঘনিষ্ট সূত্রে খবর। গেরুয়া শিবিরে দিলীপ ঘোষের যে কদর কমেছে, তা স্পষ্ট। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্যে এলেও ডাক পাননি তিনি। এখানেই শেষ নয়, নতুন রাজ্য সভাপতি

এরপর ৩ পাতায়

নির্যাতিতার চিৎকারে ছুটে আসা রক্ষীকে গুলির হুমকি মনোজিতদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্যাতিতাকে টেনে হিঁচড়ে গার্ড রুমে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর চিৎকারে ছুটে আসায় সেদিন কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীকে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল মনোজিৎরা। ধৃত সেই রক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় জেরার মুখে এমনটাই জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।সূত্রের খবর, ইউনিয়ম রুমের বাথরুম ও গার্ড রুমে মনোজিৎ নির্যাতিতাকে কয়েকজন প্রভাবশালীর নাম করে ভয় দেখায়। তাকে বাধা দেওয়া হলে ওই প্রভাবশালীদের বলে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হবে বলেও নির্যাতিতাকে ভয় দেখানো হয়। গার্ড রুমে তরুণীকে বিবস্ত্র করার সময় জায়েব ও প্রমিতও ঢোকে। নির্যাতিতা নিজের পোশাক খুলতে বাধা দিলে জায়েব ও প্রমিত তাকে মারধর করে। তরুণীকে এও বলে দাদা যা বলছে চুপচাপ তা শুনতে। না হলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ওই রাতে গেট খুলে দেওয়া হয় যাতে সে নিজে থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তা না হলে মনোজিতের পর জায়েব ও প্রমিতেরও তরুণীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু নির্যাতিতার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে দেখে জায়েবও প্রমিত আর সাহস দেখায়নি।কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে ধৃত চারজনকে শনিবার মুখোমুখি জেরা করেন তদন্তকারীরা।

তাদের বয়ানে একাধিক অসংগতি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, নির্যাতিতাকে যখন গার্ড রুমে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি চিৎকার করছিলেন। সেই চিৎকার শুনে ছুটে আসেন রক্ষী। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে মনোজিৎ, জায়েব, প্রমিত তাকে চলে যেতে বলে। বেশি প্রশ্ন করলে গুলি করে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেয় তারা। তাহলে কি অভিযুক্তদের কারও কাছে সেই সময় আগ্নেয়াস্ত্র ছিল? রক্ষীর বয়ানের পর তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে সাউথ ক্যালকাটা কলেজের আরও এক নিরাপত্তারক্ষীর মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তিনি ২৫ জুন সকালের ডিউটিতে ছিলেন। তার ডিউটি শেষ হওয়ার কথা ছিল বিকেল চারটে। কিন্তু রাত ৮টা ২৫ পর্যন্ত কলেজেই ছিলেন। বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা ২৫ পর্যন্ত সকালের ওই রক্ষী কাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখে গেছিলেন বা পিনাকির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল কি না, সবই যাচাই করে দেখছেন গোয়েন্দারা। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১৮ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মনোজিৎ, জায়েব ও প্রমিত বারবার নিজেদের বয়ান বদল করে তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময়ও তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তারা। বিভ্রান্তি দূর করতে ও তথ্যপ্রমাণ যাচাই করতে ধৃতদের মুখোমুখি বসিয়ে টানা জেরা চলে।

ফালাকাটা-ধূপগুড়ি জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা,মৃত ১

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

বাজার করে আর বাড়ি ফেরা হলো না-ভুটনীর ঘাটের বাসিন্দা অনিল কুমার বিশ্বাসের। ফালাকাটায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হলো সাইকেল আরোহী অনিল কুমার বিশ্বাসের(৬৯)ঘটনাটি ঘটে,পশ্চিম ফলাকাটায় ধূপগুড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে বেলা ১১:৪৫ মিনিট নাগাত।জানা গিয়েছে,পিকআপ ভ্যানটি পশ্চিম ফালাকাটার ভুটানিরঘাট থেকে ফালাকাটায় দিকে যাচ্ছিল এবং সাইকেল আরোহী অনিল কুমার বিশ্বাস বাজার করে ফালাকাটা থেকে

এরপর ৪ পাতায়

ময়নাগুড়ি সাপটিবাড়ি এলাকায় বাইসনের হামলায় আহত পাঁচ জন

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

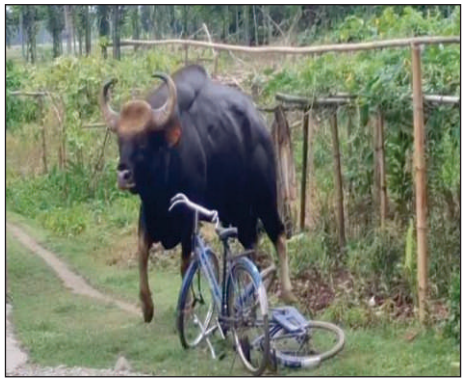

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটিবাড়ি পূর্ব বারোঘুরিয়া এলাকায় বাইসনের তাণ্ডব দেখালো দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্থায়ীও বাসিন্দারা মাঠে গরু বাঁধতে গেলেই হঠাৎ করে দেখতে পান দুটি বিশাল বড় বাইসন। এই বাইসনের তান্ডব ঘটনা এলাকার ছড়িয়ে পড়তেই শত শত লোক ভিড় জমান বাইসন কে দেখার জন্য। পূর্ব বারোঘরিয়া এলাকায় চাঞ্চল সৃষ্টি হয়। স্থায়ীও বাসিন্দারা জানান,এই বাইসন পাশেই গরুমারা জাতীয় ফরেস্ট ও রামসাই ফরেস্ট রয়েছে,সেই খান থেকেই বাইসন লোকালয়ে এসেছেন খাবারের সন্ধানে। এর পরে খবর পাওয়া মাত্রই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ও ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ উপস্থিত হয় বাইসন কে নিরাপত্তা স্থানে ফিরে নেওয়ার জন্য। সকাল থেকেই বাইসন দুটা গ্রাম ঘুরে বেড়াতে থাকে। এবং মাঠে গরু-ছাগলের উপর অত্যাচার শুরু করে। জানা গেছে বাইসনের হামলায় আহত হয়েছেন পাঁচজন স্থায়ী বাসিন্দারা। আহত ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং তাদের চিকিৎসার চলছে। এই বাইসনের আতঙ্ক কে গোটা এলাকা।

(১ম পাতার পর)

'২১ তারিখ নতুন চমক দেখবে বাংলা.', খড়্গপুর থেকে কী ইঙ্গিত দিলীপের?

হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার দিনেও তাঁকে দেখা যায়নি। এক কথায় বিজেপিতে ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন দিলীপ। সেখানে দাঁড়িয়েও রাজনীতি নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, ২১ তারিখ নতুন চমক দেখবে বাংলা। স্বপ্ন দেখুক সবাই। দাবি করতে সমস্যা নেই। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই শুরু হয়েছে জল্পনা। সামনেই ২১ জুলাই। এইদিনেই দলকে বার্তা দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনের বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ২১ জুলাইয়ের সভা রয়েছে। প্রতিবছর এই সভাতে চমক থাকে। এবারও তেমন চমক রয়েছে আগেই বলা হয়েছে। এবার কোনও রাজনৈতিক হেভিওয়েট যোগ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এরমধ্যেই দিলীপ ঘোষের চমক মন্তব্য জল্পনা ছড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী পরম পবিত্র দলাই লামার ৯০তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ৬ জুলাই ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পরম পবিত্র দলাই লামার ৯০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেন যে, "পরম পবিত্র দলাই লামা প্রেম, করুণা, ধৈর্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার এক স্থায়ী প্রতীক"।

শ্রী মোদী আরও বলেন, "তাঁর বার্তা সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জাগিয়ে তুলেছে"।

এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন;

"পবিত্র দলাই লামার ৯০তম জন্মদিনে আমি ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি প্রেম, করুণা, ধৈর্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার এক স্থায়ী প্রতীক। তাঁর বার্তা সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জাগিয়ে তুলেছে। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

স্টারস নাইট-সিজন ৫ এর গ্র্যান্ড ফিনালে বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকাদের সমাগম

জয়দীপ যাদব

কলকাতা। স্টারস নাইট-সিজন ৫ কলকাতায় দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। স্টারস নাইট বিজনেস অ্যাওয়ার্ডসে, বিখ্যাত বলিউড অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরী এবং সঙ্গীতা বিজলানি তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য দেশজুড়ে নির্বাচিত সেলিব্রিটিদের পুরস্কার প্রদান করেন। এই সময় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জগদীশ যাদব কে পুরস্কার প্রদান করা হয়। হাই হোপস এন্টারটেইনমেন্ট দ্বারা এবং বলিউড অভিনেতা এবং ইনস্টিটিউটের সিইও সৌরভ হরিয়ানভির নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল। সৌরভ হরিয়ানভি বলেন যে এই প্ল্যাটফর্মটি কেবল মানুষের বিনোদনের জন্য নয়, এই প্ল্যাটফর্মটি প্রতিভাদের অনুপ্রাণিত করে। এটি কেবল একটি বিখ্যাত অনুষ্ঠান নয়, এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা প্রতিভাবানদের সুযোগ দেই। আমরা চেষ্টা করি যে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ করে দরিদ্র শিশুদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। সত্য কথা হল আমরা প্রতিটি প্রতিভাকে সুযোগ দেই। এই প্ল্যাটফর্মটি এমন লোকদের জন্য, যারা চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে।

কাশ্মীরে নিজের রাইফেলের গুলিতেই মৃত্যু জওয়ান ! তদন্তে পুলিশ

বেবি চক্রবর্তী

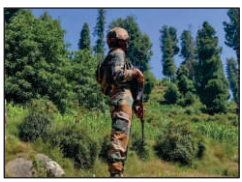

এক জওয়ানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ভারত শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে। সূত্রের খবর, নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে চলা গুলিতেই প্রাণ গিয়েছে তাঁর। তবে গুলিটি ভূলবশত চলে গিয়েছে নাকি তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ৫৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের অন্তর্গত ওই জওয়ান রাজৌরি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে সোলকি গ্রামে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। জানা গিয়েছে যে শনিবার ৫ জুলাই তাঁর ক্যাম্পের ভিতর থেকেই হঠাৎ গুলির চলার শব্দ শোনা যায়। আওয়াজ শুনে তড়িঘড়ি সেখানে উপস্থিত হন অন্যান্য জওয়ানরা। তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় ক্যাম্পের মধ্যে পড়ে আছেন ওই জওয়ান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু গুলিটি ভূলবশত চলে গিয়েছে নাকি তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তা এখনও জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় পুলিশ। দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, " নিজের রাইফেলের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে জওয়ানের। আমরা ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। ঘটনার সময় তাঁর ক্যাম্পে আর কেউ ছিলেন কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

সম্পাদকীয়

বিমানবন্দরের দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়র! বাংলায় হচ্ছেটা কী?

এয়ারপোর্টেরও জমি দখলের অভিযোগ। বিমানবন্দর তৈরি হওয়ার জমিতেও চোখ পড়েছে প্রোমোটারের। আবার সেই বিমানবন্দরে নজরদারির দায়িত্বে এক সিভিক ভলান্টিয়র। মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্তের দাবি তুলে চিঠি দিলেন সাংসদ ইশা খান। অন্যদিকে উত্তর মালদহে নতুন এয়ারপোর্ট গড়ে তোলার গ্রিন সিগন্যাল। পরিত্যক্ত বিমানবন্দর নিয়ে একই অভিযোগ তুলে পরিত্যক্ত এয়ারপোর্ট বাতিল করে নতুন এয়ারপোর্ট করার প্রস্তাব আরও এক সাংসদের।

অন্যদিকে, খগেন মুর্মু ভারতীয় নগর বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন মালদহে বিশেষ করে ওল্ড মালদহ বা গাজোলে একটা বিমান বন্দর করার। যার সবুজ সঙ্কেত মিলেছে কেন্দ্রের তরফে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেছেন সাংসদ-সহ তাঁর প্রতিনিধি দল। সূত্রের খবর, নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রের একটি প্রতিনিধি দল, যাঁর মধ্যে থাকবেন বিমানবন্দর অথারিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরাও। দক্ষিণ মালদহের সাংসদ ইশা খানের বক্তব্য, "২০১৬ সালে জমি এক্সটেনশনের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। একটা MOU, ল্যান্ড এক্সটেনশন লিজ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র রাজ্যকে দিয়েছে। ৩০ বছরের জন্য। কিন্তু ওই জমির কী হল? ৯ বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার কী করছে?"

জেলা তৃণমূলের চেয়ারপার্সন চৈতালি সরকার বলেন, "এখন এই বিমানবন্দরে যথেষ্ট পাহারাদার থাকে। এখন লোকজন ঢোকা বন্ধ করা হয়েছে। আপাতত সেই পরিকাঠামো রয়েছে, যে বিমান চলাচল করতে পারে। তবে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এখান থেকে ১৫ কোটি টাকার একটা প্রস্তাব গিয়েছে।"যে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাবিত ১২০ টি বিমানবন্দরর মধ্যে একটি মালদহে হওয়ার সম্ভাবনা। শীঘ্রই মালদায় জমি পরিদর্শনে আসছে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো! মালদহ বিমানবন্দর দীর্ঘদিন ধরেই পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। এই বিমান বন্দর থেকেই নাকি প্লেন উড়বে! রাজ্য সরকার বিনা মূল্যে এই বিমানবন্দরের ১৪১ একর জায়গা ২০১৭ সালে কেন্দ্রের কাছ থেকে ৩০ বছরের জন্যে লিজ নেয়। উদ্দেশ্য রাজ্যের উদ্যোগে বিমান ওড়ানো এবং এয়ারপোর্টের দেখাশোনা করা। নিয়মিত এর জন্যে বহু কোটি টাকাও এসেছে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের কাছে।

অভিযোগ প্রমোটারদের থাবা বসতে চলেছে বিমানবন্দরের জমিতে। চারপাশে হাইরাইজ বিল্ডিং হয়েছে। এয়ারপোর্টের দফতরে জঙ্গল আবর্জনা। আর অন্যদিকে রানওয়েতে চড়ছে গরুর পাল। TV9 বাংলায় সে খবর আগে একবার সম্প্রচারিতও হয়।

খবরের জেরে বিমানবন্দরের বাইরে থেকে ভেতরে সাধারণেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সেই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। একটি মাত্র সিভিকের দায়িত্বে গোটা বিমানবন্দর। তবে পেছন থেকে ঢুকে পড়ছে গরু, ছাগল, মানুষ। সকলেই। প্রধান গেটের বাইরে একজন সিভিক বসে সাংবাদিকদের বলছেন, "ভেতরে যাওয়া নিষেধ।"

অভিযোগ উঠছে, এ অবৈধ কাজ, জমি দখল। একইসঙ্গে বিমান ওড়ানোর ভাঁওতা দিয়ে কেন্দ্রের টাকা লুঠ চলছে বলে অভিযোগ উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর। প্রায় একই অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ দক্ষিণ মালদহে সাংসদ ইসা খান চৌধুরী চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উত্তর জানতে চেয়েছেন এবং বিমানবন্দরে এই অবস্থার দায় রাজ্যের ওপর চাপিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষলোতম পর্ব)

অসৎ থেকে সৎ লোকে, অন্ধকার থেকে আলোতে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। পণ্ডিত কলহনের মতে, সরস্বতী দেবী হংসের রূপ ধারণ করে ভেড়গিরি শৃঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন। এ ধরনের ধারণা সঙ্গত কারণ হংসবাহনা সরস্বতীর মূর্তি তো প্রচুর পাওয়া যায়। তিনি এ বাহন ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিন্তু ব্রহ্মা বা সরস্বতী দেবীর বাহন কিন্তু পাখি নয়। বেদে এবং উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য। সূর্যে সৃজনী শক্তির বিগ্রহাম্বিতরূপ ব্রহ্মা এবং সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণরূপা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব শক্তি সরস্বতী দেবীর বাহন হয়েছেন হংস বা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ফালাকাটা-ধুপগুড়ি জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা,মৃত ১

ভুটনীর ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। আচমকাই পিকআপ ভ্যানটি সাইকেল আরোহীর সামনের দিক থেকে সজোরে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিকতে পড়ে যায়। সেখান থেকে পিকআপ ভ্যানের চালক পিকআপ ভ্যানটি রেখে পালিয়ে যায়।ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয় বলে এলাকাবাসীরা জানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফালাকাটা থানার পুলিশ গিয়ে ঘাতক পিকআপ ভ্যান এবং দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সাইকেলটি ফালাকাটা থানায় নিয়ে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তে পাঠাবে বলে জানায়। ইতিমধ্যে গাড়ির চালকের খোঁজে পুলিশের তল্লাশি শুরু হয়েছে। সাইকেল আরোহী অনিল কুমার বিশ্বাসের বাড়ি ভুটনীর ঘাটের জয় চাঁদপুর এলাকায়।এই ঘটনায় ফালাকাটা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফালাকাটা থানার পুলিশ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

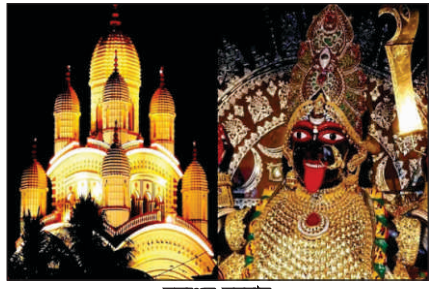

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই যুদ্ধদীর্ণ মাতৃকা-উপাসনা ধর্ম উপমহাদেশে বহু সহস্র বছর ধরে প্রতিরক্ষার জন্য কালীরূপ ধারণ করেছে। সেই রূপগুলি পালযুগ থেকে মধ্যযুগে স্পষ্ট হয়ে আমাদের আজকের মা কালী এসেছেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

২৪ ঘণ্টায় নজির! রক্তসংকটে হাসপাতালের পাশে দাঁড়াল সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে চলছে ভয়াবহ রক্তসংকট। বিশেষ করে বর্ষাকাল, কৃষিকাজের ব্যস্ততা ও কম রক্তদান শিবিরের কারণে সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিলো। এমত পরিস্থিতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যখন একেবারে কোণঠাসা, তখনই মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব।হাসপাতালের মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ক্লাব প্রাঙ্গণেই তারা আয়োজন করেছিল এক জরুরি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। যেখানে রক্তদানে এগিয়ে আসেন ক্লাব সদস্য, সদস্যা, যুবক-যুবতী সহ এলাকার সাধারণ মানুষ। প্রতিকূল আবহাওয়া ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রায় ৫০ জন নারী-পুরুষ এদিন রক্তদান করেন— যা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন এক সামাজিক দৃষ্টান্ত। আর এদিন ভারতের জাতীয় ক্লাবের এই ফ্যান্স ক্লাব টি শুধু রক্তদান করে

মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করলো না সেই সঙ্গে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এদিনের রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের হাতে উপহার হিসাবে দুটি করে গাছের চারা ও একটি করে ভলি বল তুলে দিয়ে পরিবেশ সচেতনতা ও আরো একবার ক্রীড়া মনস্ক ভাবনার যে নিদর্শন আজকে সৃষ্টি করলো তাতে সকলের মন ছুঁয়ে যায়।

আর এদিনের এই জরুরী রক্তদান শিবিরের আয়োজন সম্পর্কে ক্লাব সভাপতি সাবির হোসেন সেখ জানান, " চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব তার জন্ম লগ্ন থেকে এই ঘোষণা করেছিল যে, এই ক্লাব শুধুমাত্র খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না! প্রতিটি মুহূর্তে সমাজের প্রয়োজনে সব সময় বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজকর্ম করবে! সেই মতোই আমরা সারা বছর অত্যন্ত সুন্দরবনের ছেলে মেয়েদের খেলাধুলার উন্নতির জন্য যেমন বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি তেমনি আবার সারা বছর ধরেই বিভিন্ন রকম সামাজিক ও মানবিক কাজকর্ম করে থাকি। যেমন শীতের সময় কম্বল বিতরণ হোক কিংবা হসপিটালের ব্লাড ব্যাংকের প্রয়োজনে এমন রক্তদান শিবির। আজকেও যখন ব্লাড ব্যাংকের তরফে আমাদের কাছে এই মানবিক আবেদন করা হয় আমরা বিন্দুমাত্র দেরি না করেই ২৪ ঘন্টার মধ্যেই এই জরুরী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজন করে কিছুটা হলেও ক্যানিং মহাকুমা হসপিটালের ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট পূরণের চেষ্টা করলাম!" আর মোহনবাগানের এই ফ্যান্স ক্লাবের এই মানবিক উদ্যোগকে সম্মান জানিয়ে ক্যানিং মহকুমা ব্লাড ব্যাংকের মেডিকেল অফিসার ডাঃ কাকলি হালদার বলেন, " আমাদের এই ব্লাড ব্যাংক পুরো মহাকুমার একমাত্র ভরসা কিন্তু রক্তের অভাবে প্রতিদিন গর্ভবতী মা, থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য রোগীরা বিপদে পড়ছিলেন ঠিক সেই সময় এই ক্লাবের সাড়া আমাদের কাছে আসার আলো। তিনি ক্লাব ও রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করে আরো বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে তাই আমরা ব্লাড ব্যাংকের তরফ থেকে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে ও সকল রক্তদাতা কে আরো একবার ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। " আর চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের এদিনের এই জরুরী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ফুল মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নিতাই মাইতি বিশিষ্ট সমাজকর্মী দেবাশীষ বৈরাগী সাইমুল হোসেন মোল্লা সহ ক্যানিং মহকুমা ব্লাড ব্যাংকের মেডিকেল অফিসার কাকলি হালদার সহ সমাজের আরো বিশিষ্টজনেরা। সব মিলিয়ে রবিবারে সবুজ মেরুন সমর্থকদের এই উদ্যোগ প্রমাণ করল—ফুটবল মাঠের বাইরেও ক্লাবের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে সমাজ ও মানবতার পাশে দাঁড়ানোর। যেমন আজকের দিনে চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব হয়ে উঠেছে "খেলাধুলার বাইরেও এক মানবিক আন্দোলনের নাম"।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সন্ধ্যা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ট্রাম্পের শুল্ক হুমকিতে ‘সহজে আপস নয়’ : জাপানের প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা রবিবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় তার দেশ সহজে কোনো আপস করবে না। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাপানি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের যে হুমকি দিয়েছেন, তা ঠেকাতেই টোকিও এখন জোরালোভাবে আলোচনায় যুক্ত হয়েছে।

একটি টেলিভিশন টকশোতে তিনি বলেন, “আমরা সহজে আপস করব না। এ কারণেই আলোচনা সময় নিচ্ছে এবং কঠিন হয়ে উঠছে।”

চলমান আলোচনা দ্রুত শেষ করার জন্য জাপান তড়িঘড়ি করছে, কারণ ট্রাম্প প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী বুধবার।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিলে ট্রাম্প বেশিরভাগ বাণিজ্য অংশীদারের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। তবে জাপানসহ কিছু দেশের জন্য তিনি ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন—আলোচনার সুযোগ দিতে। সেই বিরতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৯ জুলাই। এর পর যদি কোনো চুক্তি না হয়, তাহলে অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর হবে।

ট্রাম্প এরই মধ্যে বলেছেন, তিনি জাপানকে একটি চিঠি পাঠাবেন, যাতে “৩০ শতাংশ, ৩৫ শতাংশ বা আমরা যেটা ঠিক করব, সেই হারে শুল্ক পরিশোধের” দাবি থাকবে। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যকে তিনি “অন্যায্য” বলে উল্লেখ করেছেন।

বিশেষ করে, জাপান যাতে আরও বেশি পরিমাণে মার্কিন গাড়ি ও চাল আমদানি করে, সে ব্যাপারে তিনি জোর দিচ্ছেন।

জাপানের পক্ষ থেকে বাণিজ্যদূত রিওসেই আকাজাওয়া গত বৃহস্পতিবার ও শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন।

টকশোতে ইশিবা বলেন, “আমরা মিত্রদেশ, কিন্তু আমাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। জাপান যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী এবং সর্বাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী দেশ। তাই আমাদের সঙ্গে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যে বলছে বাণিজ্য ‘অন্যায্য’, সেটা কিভাবে? কোন কোন দিক থেকে? এসব দাবি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।”

একই দিন আরেকটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ইশিবাকে যখন ট্রাম্পের চিঠি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি জানান, “সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।”

(১ম পাতার পর)

বহুত্ববাদই হিন্দুত্ববাদ, বলছেন শমীক

দিলেন তিনি।রাজ্যে শিল্পের খরা নিয়েও তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন শমীক। তাঁর কথায়, "চতুর্থ বারের জন্য তৃণমূলকে আর আনবেন না, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ থাকবে না। বাংলা বাঁচতে চায়। বাংলা পরিত্রাণ চায়, বাংলা মুক্তি চায়, বাংলা বিনিয়োগ চায়, বাংলা কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে দেখতে চায়।" পাল্টা কুণাল বলেন, "বিজেপি-কে দেখে শিল্পপতিদের আসতেও হয়না। বিজেপি-র কথা শুনে কেউ যাবেনও না। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতিরা বাংলায় আসছেন। লগ্নি করছেন। বিজেপি চাইছে না বাংলায় শিল্পায়ন হোক।"সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে সম্বর্ধনা সভাতেই ধর্মীয় ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করতে দেখা যায় শমীককে। রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি হিসেবে শনিবার যে প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করলেন, সেখানেও একই সুর ধরা পড়ল তাঁর গলায়। বরং অন্য নেতাদের চেয়ে এককদম এগিয়ে ঘোষণা করলেন, "হিন্দুত্ব বলে কোনও বাদ হতে পারে না। বহুত্ববাদই হিন্দুবাদ।" (Samik Bhattacharya)

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যেখানে হিন্দুভোটকে একত্রিত করার ডাক দিচ্ছেন, সেই আবহে শমীকের বক্তব্য, "বিজেপি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। ২০২১ সালে মানুষ আমাদের বিরোধীর আসনে বসান, কিছুটা আমাদের ভুলে অবশ্যই। কিন্তু কংগ্রেস এবং সিপিএম, শতাব্দীপ্রাচীন দুই দলকে বিধানসভায় শূন্য করে দিয়েছেন। কালীগঞ্জ উপনির্বাচনেও সেই বাইনারি অটুট রয়েছে।" '২১-এর কোন ভুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন শমীক? তাঁর ইশারা কার দিকে? খোলসা করেননি।

তবে শমীককে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "বাংলার মানুষ জানেন, বিজেপি-র অভিমুখই হচ্ছে ধর্মীয় রাজনীতিতে ভেদাভেদ। শুভেন্দু উগ্রতা, নগ্নতার সঙ্গে বলছেন সেটা। আর সেটার ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে যাচ্ছেন শমীক। ওঁর তো প্রথমেই উচিত শুভেন্দু অধিকারীর থেকে সাবধানে থাকা।"

গত কয়েক মাসে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য বিজেপি-র কর্মসূচিতে হিন্দু ভোট একত্রিত করার চেষ্টা দেখেছেন পর্যবেক্ষকরা। শুভেন্দু প্রকাশ্যেই হিন্দু ভোট একত্রিত করার কথা বলছেন। কিন্তু বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি হয়ে, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে শমীক ভট্টাচার্য কি সংখ্যালঘুদের প্রতিও বিশেষ বার্তা দিতে চাইছেন? প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে।

আষাঢ়ী একাদশী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ৬ জুলাই ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আষাঢ়ী একাদশী উপলক্ষে জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী বলেন যে আমরা ভগবান বিঠলের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাদের সকলের উপর তাঁর আশীর্বাদ অব্যাহত রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন;

"দেশবাসীকে আষাঢ়ী একাদশীর শুভেচ্ছা। আমি কামনা করি, এই শুভ উপলক্ষটি সকলের জন্য ফলপ্রসূ হোক।"

"আষাঢ়ী একাদশীর শুভ উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা! আমরা ভগবান বিঠলের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের সকলের উপর তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি। তিনি আমাদের সুখ ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ সমাজের দিকে পরিচালিত করুন। আমরাও যেন দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সেবা করে যেতে থাকি।"

সিনেমার খবর

সৌরভের বাড়িতে নৈশভোজে সারা-আদিত্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের কিংবদন্তি অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর জীবনী দেখা যাবে বড়পর্দায়। দীর্ঘদিন আলোচনায় ছিল মহারাজার বায়োপিকের পরিকল্পনা। জানা গেছে, সৌরভের বায়োপিকে দেখা যাবে সারা আলি খান-আদিত্য রায় কাপুরকে।

২৬ জুন সারা-আদিত্য জুটির নতুন সিনেমা 'মেট্রো ইন দিনো'র প্রোমোশনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। ছবির প্রোমোশন শেষে রাতে সৌরভ গাঙ্গুলীর বাড়িতে জমে নৈশভোজ। মেনুতে ছিল মাছ, সঙ্গে আলুপোস্ত আর আমের বিশেষ আয়োজন।

রাত সোয়া ৯টার দিকে, বেহালার বীরেন রায় রোডে সাংবাদিকদের ভিড়। বৃষ্টিও রুখতে পারেনি মিডিয়া কর্মীদের উৎসাহ। প্রথমে কালো গাড়িতে পৌঁছান সৌরভ। কিছুক্ষণ পরেই সাদা বিএমডব্লিউ চড়ে হাজির সারা-আদিত্য। গেটের সামনে নামার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আর প্রশ্নের ঝড়।

নৈশভোজ শেষে রাত ১১টার দিকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন সারা আলি খান আর আদিত্য রায় কাপুর।

সারা বললেন, "দাদার বাড়ির রান্নার কথা তো আলাদা করে বলতেই হয়। আর পরিবারটাও ঠিক ততটাই অসাধারণ। দাদার কাছ থেকে শুনলাম আমার ঠাকুমা শর্মিলা ঠাকুর আর দাদু মনসুর আলি খানের স্মৃতির গল্প। মনটা ভরে গেল।"

বক্তব্যের ফাঁকে সৌরভের পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আদিত্য। সৌরভের বাড়ির আড্ডায় কী কী গল্প হল? আদিত্য বললেন, "দাদা মানেই ক্রিকেট। তার মুখে ২২ গজের এত গল্প শুনলাম, শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছিল।"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সারা হেসে যোগ করলেন, "আমার তো ক্রিকেট রক্তে। ঠাকুরদা ছিলেন ক্রিকেটার। আজ ইডেনে গিয়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা আমৃত্যু মনে থাকবে।"

পরিচালক অনুরাগ বসুর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়েও দুই তারকার উচ্ছ্বাস। "অনুরাগদার মতো মাপের পরিচালক যখন আমাদের বেছে নিয়েছেন, সেটা বড় সম্মানের ব্যাপার,"—বললেন সারা আর আদিত্য।

আড্ডার একপর্যায়ে উঠে এল সৌরভের আসন্ন বায়োপিক 'মহারাজ'-এর প্রসঙ্গও। আদিত্য কি সুযোগ পেলে করবেন? হাসিমুখে সৌরভ জানালেন, "কাজ এগোচ্ছে। দেখা যাক, পরিচালক বিক্রম মোতওয়ানে কী বলেন।"

আদিত্য জানালেন, "এই ছবির কথা আগেই শুনেছি। সুযোগ পেলে দারুণ লাগবে।"

সারাও মিষ্টি হেসে জানালেন, "আমি তো আছিই!"

গল্প শেষে রাতের শহরের বুকে দ্রুত ছুটল তাঁদের গাড়ি। সৌরভের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁরা রওনা দিলেন পরবর্তী গন্তব্যের দিকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে কাঁঠালপাড়ায় প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৭তম জন্মদিনে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার বাড়ি হয়ে উঠল তারকাদের মিলনমেলা। দর্শকদের নজরে কেন্দ্র ছিল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের ওপর।

এই বছর দুর্গাপুজায় মুক্তি পেতে চলেছে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ছবি 'দেবী চৌধুরাণী'। সেই ছবির কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে রয়েছেন প্রসেনজিৎ (ভবানী পাঠক) ও শ্রাবন্তী (দেবী চৌধুরাণী)। ছবির প্রচার শুরু হল সাহিত্যিকের জন্মদিনেই, তাঁর বাড়িতে উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ নিয়ে।

লাল পাড় সাদা শাড়িতে, কানে সোনার দুল আর খোঁপায় জুঁই ফুলের মালা পরে শ্রাবন্তী পৌঁছে যান দেবী চৌধুরাণীর বেশে। সঙ্গে ছিলেন খাদির সাদা-পাঞ্জাবিতে দৃপ্ত প্রসেনজিৎ, তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন স্থানীয় মানুষজন। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয় জমাটি ভিড়।

প্রসেনজিৎ জানান, 'এই ছবিতে আমি হিরো নই। ভবানী পাঠক এমন এক চরিত্র, যার হাত ধরে নারীশক্তির উত্থান ঘটে। তাই এই ছবিকে আমি বিশেষভাবে অনুভব করি। পূজায় মুক্তি পাচ্ছে, আর এই বছরটা আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করলাম।'

ছবির জন্য তরোয়াল চালানো থেকে ঘোড়ায় চড়া, শরীরচর্চা ও অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য কড়া প্রশিক্ষণ নিয়েছেন শ্রাবন্তী। তিনি বললেন, 'আমার দাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীতে। তাই লড়াকু মানসিকতা আমার রক্তেই আছে। আমি এমন চরিত্রই চাইছিলাম, যেখানে নারীশক্তির দৃপ্ত রূপ তুলে ধরা যাবে।'

শ্রাবন্তী আরও বলেন, 'বুম্বাদার সঙ্গে কাজ মানেই ভরসা। প্রথম ছবিতে উনি আমার বাবার চরিত্রে, পরেরটায় প্রেমিক, আর এবার অভিভাবক ও প্রশিক্ষক।' প্রসেনজিৎও জানান, 'শ্রাবন্তী ছোটবেলা থেকেই আমার সঙ্গে কাজ করছে। এই ছবিতে সে যেন আমার কন্যা।'

তিন সংসার, তিন বিচ্ছেদ, তবুও বিয়েতে বিশ্বাস শ্রাবন্তীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তিনবার বৈবাহিক জীবনে ভাঙন এলেও বিয়ে ও ভালোবাসার প্রতি আস্থা হারাননি টলিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, নিজের অতীত ভুল হলেও তিনি এখনও মনে করেন—বিয়ে একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান এবং তাতে বিশ্বাস রাখা উচিত।

শ্রাবন্তী বলেন, "আমি এখনও বিয়েতে বিশ্বাস করি। কারণ, আমি আমার বাবা-মাকে দেখেছি। যারা বিয়ে করছেন, তারা যেন ভালো থাকেন, একে অপরের প্রতি স্বচ্ছতা বজায় রাখেন—এটাই কামনা করি।"

কিন্তু কেন তিনটি দাম্পত্য সম্পর্কই টেকেনি? উত্তরে শ্রাবন্তীর অকপট স্বীকারোক্তি:

"আমার ভুল ছিল আমি ভুল মানুষকে বেছে নিয়েছিলাম। আবেগে ভেসে গিয়েছিলাম। এখন বুঝি—বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। নিজের ভালো থাকা এবং সম্মান বজায় রাখাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি আরও বলেন, "একটাই জীবন। কে কী বলছে, তা নিয়ে ভাবলে চলবে না। নিজের মন যা বলছে, সেটাই করা উচিত।"

প্রসঙ্গত, ১৮ বছর হওয়ার আগেই পরিচালক রাজীব কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে প্রথম বিয়ে করেন শ্রাবন্তী। তাদের একমাত্র ছেলে ঝিনুক (অভিমন্যু)। পরে সেই সম্পর্ক বিচ্ছেদে গড়ায় ২০১৬ সালে। এরপর দ্বিতীয়বার কৃষাণ ব্রজ এবং তৃতীয়বার রোশন সিংকে বিয়ে করেন শ্রাবন্তী। কিন্তু সে সম্পর্কগুলোও টেকেনি। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে রোশনের সঙ্গে আইনিভাবে বিচ্ছেদ হয় তার।

মেসি-রোনালদো-এমবাপের রেকর্ড ভেঙে হালান্ডের ইতিহাস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৩০০ গোল করে লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও কিলিয়ান এমবাপের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাসে নাম লেখালেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আরলিং হালান্ড।

বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গ্রুপ 'জি' এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ম্যাচে জুভেন্টাসকে ৫-২ গোলে হারায় ম্যানচেস্টার সিটি। বদলি হিসেবে মাঠে নেমেই ক্যারিয়ারের ৩০০তম গোলটি করেন হালান্ড। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের অরল্যান্ডোতে।

জুভেন্টাসের বিপক্ষে করা গোলটি ছিল হালান্ডের ম্যানসিটি ক্যারিয়ারের ১৪৫ ম্যাচে ১২৩তম গোল। সব মিলিয়ে ৩৭০ ম্যাচে ৩০০ গোল। বাকি

গোলগুলো তিনি করেছেন মলদে, সালজবুর্গ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড এবং জাতীয় দল নরওয়ের হয়ে। ক্লাবের হয়ে ২৫৮ এবং জাতীয় দলের হয়ে হালান্ড করেছেন ৪২ গোল।

৩০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শে হালান্ড ম্যাচ খেলার হিসাবে পেছনে ফেলেছেন এমবাপে, মেসি এবং রোনালদোর মতো বড় নাম। রোনালদোর ৩০০ গোল করতে লেগেছিল ৫৫৪ ম্যাচ, মেসির ৪১৮ ম্যাচ এবং এমবাপে ৪০৯ ম্যাচ। একই কীর্তি হালান্ড করেছেন ৩৭০ ম্যাচে। অর্থাৎ ৩০০ গোল করতে হালান্ড এমবাপের চেয়ে ৩৯, মেসির চেয়ে ৪৮ এবং রোনালদোর চেয়ে ১৮৪ ম্যাচ কম খেলেছেন।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফুটবল হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্সের (আইএফএফএইচএস) তথ্য অনুযায়ী, ২১ শতকে বয়সের দিক থেকে হালান্ড ৩০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার। ২৪ বছর ৩৪০ দিনে এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন হালান্ড। শীর্ষে থাকা এমবাপের ৩০০ গোল করতে লেগেছিল ২৪ বছর ৩৩৩ দিন।

৫-২ গোলের জয়ে গ্রুপ 'জি'-এর শীর্ষে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে ম্যানসিটি। আগামী সোমবার গ্রুপ 'এইচ'-এর রানার্স আপ আররি সালজবুর্গের মুখোমুখি হবে তারা।

ওল্ড লেডিদের উড়িয়ে ম্যানসিটির ফিরে আসার বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত মৌসুম ভালো যায়নি ম্যানচেস্টার সিটির। মিডফিল্ডে নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ফরোয়ার্ড লাইন থেকে গোল পায়নি সিটিজেনরা। অক্ষতও রাখতে পারেনি নিজেদের জাল।

গত মৌসুমের শীতকালীন দলবদলে নতুন করে দল প্রস্তুতের কাজ শুরু করেন সিটিজেন কোচ পেপ গার্দিওলা। ক্লাব বিশ্বকাপের সংক্ষিপ্ত দলবদলের মৌসুমেও রেইন্ডার্স ও ছেরকির মতো মিডফিল্ডার কিনেছে ম্যানসিটি।

তাদের নিয়ে জুভেন্টাসের বিপক্ষে ৫-২ গোলের বড় জয়ে নতুন মৌসুমে দাপটের সঙ্গে শুরু করার বার্তা দিয়েছে ম্যানচেস্টারের ক্লাবটি।

বৃহস্পতিবার রাতে ক্যাম্পিং ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৯ মিনিটে ম্যানসিটির হয়ে প্রথম গোল করেন জেরিমি ডকু। ১১ মিনিটে জুভেন্টাস ওই গোল শোধ করতেই মনে হয়েছিল জমবে ম্যাচটি।

পরেই অবশ্য ম্যানসিটির একক আধিপত্যের দেখা মেলে। ২৬ মিনিটে জুভেন্টাসের আত্মঘাতী গোলে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় সিটিজেনরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান ৩-১ করেন আর্লিং হালান্ড।

এরপর ফিল ফোডেন ৬৯ মিনিটে ম্যানসিটিকে ৪-১ গোলে এগিয়ে নেন। সাভিনহো ৭৫ মিনিটে সিটিজেনদের পক্ষে পঞ্চম গোলটি করেন। ৮৬ মিনিটে এক গোল শোধ করে ওল্ড লেডি খ্যাত জুভেন্টাস। ডুসেন ভ্লাহোভিচ গোল করেন। গ্রুপ 'জি' থেকে ম্যানসিটি পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে শেষ ষোলোয় গেছে। জুভেন্টাস ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছে।

এডজবাস্টনে ইতিহাস! শুভমন গিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডকে ৩৩৬ রানে হারিয়ে ৫৮ বছরের খরা কাটাল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এডজবাস্টনে অবশেষে ভারতের স্বপ্নপূরণ। দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৩৩৬ রানে হারিয়ে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল গড়ে ফেলল ইতিহাস। এটি এডজবাস্টনে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়, আর এই জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ৫৮ বছর।

এডজবাস্টনে এর আগে ভারত মোট ৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। যার মধ্যে ৭টিতেই হেরেছে, আর একটিতে ড্র হয়েছিল। ২০২৫-এর এই জয় সেই পরিসংখ্যান পালটে দিল। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট জয়ের ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে ভারতের এক অন্যতম বড় কৃতিত্ব।

এবারের ম্যাচে ব্যাটিং সহায়ক উইকেট পেয়ে শুভমন যেন নিজেকে উজাড় করে দিলেন। প্রথম ইনিংসে ২৬৯, দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ - মোট ৪৩০ রানের বিশাল সংগ্রহ করে তিনি দলকে নিয়ে গেলেন জয়ের চূড়ায়।

তাঁর নেতৃত্বে ভারত যে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের রাস্তায় হাঁটবে, সেটি আগেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু গিল ব্যক্তিগত ভাবে যেভাবে পারফর্ম করলেন, তা নিঃসন্দেহে ক্যারিয়ারের সেরা মুহূর্তগুলির একটি হয়ে থাকবে।

শুধু শুভমন নন, দলের অন্যান্য সদস্যরাও ব্যাটে-বলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ভারতীয় বোলাররা ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপকে দুই ইনিংসেই কাবু করে ফেলে। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ভারতের রানের চাপে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR